بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৩০ মার্চ ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো মজলিস আতফালুল আহমদীয়া যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যবৃন্দ

সমাজের তরুণ প্রজন্মের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী সমসাময়িক বিভিন্ন সমস্যাবলীর বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করলেন হুযূর আকদাস

২৮ মার্চ ২০২১ মজলিস আতফালুল আহমদীয়া যুক্তরাষ্ট্রের ১০-১৫ বছর বয়সী সদস্যদের সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর মজলিস আতফালুল আহমদীয়া সদস্যবৃন্দ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সদর দপ্তর হিসেবে ব্যবহৃত সিলভার স্প্রিং, মেরিল্যান্ডের বায়তুর রহমান মসজিদে সমবেত হন।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতসহ কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর মজলিস আতফালুল আহমদীয়ার সদস্যগণ হুযূর আকদাসের কাছে ধর্ম ও সমসাময়িক বিষয়াদি সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন উপস্থাপনের সুযোগ পান।

হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করা হয় যে, খোদা তা'লার কাছে কোন পদ্ধতিতে কোনো ব্যক্তি দোয়া করলে তার দোয়া আল্লাহ তা'লার কাছে গ্রহণীয় হবে।

উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্বয়ং আমাদেরকে দোয়ার পদ্ধতি এই শিখিয়েছেন যে, দোয়ার শুরুতে প্রথমে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপর দরূদ পাঠ করবে। ... মহানবী (সা.) এর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, দোয়ার সাথে যদি

দরূদ পাঠ না করা হয় তবে তোমাদের দোয়াসমূহ আকাশে ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে যায়। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার কাছে গ্রহণীয়তার জন্য সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি এই যে, সর্বপ্রথম দরূদ পাঠ করবে, এবং এর পরে বাকি যা কিছু পথনির্দেশনা বা আল্লাহর সাহায্যের জন্য দোয়া করবে।"

এক ছেলে, যে পবিত্র কুরআন হিফ্য করছিল, প্রশ্ন করে যে ওয়াকফে নও হিসেবে এবং পরবর্তীতে পবিত্র কুরআনের একজন হাফেয হিসেবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের উত্তম সেবা কীভাবে তার পক্ষে করা সম্ভব।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"পবিত্র কুরআন আল্লাহ্ তা'লার কালাম আর তাই, এটি মুখস্থ করার মাধ্যমে তোমার মেধাগত যোগ্যতার উন্নতি হবে এবং তুমি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান লাভ করবে। তাই তোমার পবিত্র কুরআন হিফ্য করা জারি রাখা উচিত, আর মুখস্থ করার পাশাপাশি তোমার উচিত এর অনুবাদ শেখা এবং এর অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করা।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"যেভাবে আমি বলেছি, যখন কুরআন কুরআন হিফ্য করবে তখন এটি তোমার প্রজ্ঞা বৃদ্ধির কারণ হবে। তবে শর্ত এই যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ্‌র কিতাবের জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে তুমি এটি মুখস্থ করবে। সুতরাং, একদিকে আল্লাহ্ তা'লা তোমার উপর সন্তুষ্ট হবেন, এবং অপরদিকে, তোমার জ্ঞান এবং উপলব্ধি আরও প্রসারিত হবে। আর যখন তোমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পাবে, স্বাভাবিকভাবেই তুমি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জন্য কল্যাণকর এক সম্পদে পরিণত হবে। সুতরাং, তুমি যেখানেই সেবা প্রদান করো না কেন, আর যে শিক্ষাই লাভ করো না কেন, পবিত্র কুরআন হিফ্য করলে তুমি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জন্য এক অতি উত্তম সম্পদে পরিণত হবে।"

আরেকজন অংশগ্রহণকারী প্রশ্ন করেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফাগণ এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পাগড়ি এবং শেরওয়ানি পরার তাৎপর্য কী?

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন জীবিত ছিলেন, সে যুগে পাগড়ি পরার একটি রীতি ছিল। আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের খলীফাগণ সেই রীতিকে বজায় রাখার জন্য পাগড়ি পরিধান করে থাকেন। এ পাগড়ির বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই; কেবল এ ছাড়া যে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও পাগড়ি পরতেন।”

শেরওয়ানি পরা সম্পর্কে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আরেকটি বিষয় যা তোমার স্মরণ রাখা উচিৎ তা এই যে, মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের প্রথম ও দ্বিতীয় খলীফা কখনো শেরওয়ানি পরেন নি। বরং তারা লং কোট পরতেন। শেরওয়ানি পরার বিষয়টা কোন রীতি নয়, তবে এটি একটি উত্তম এবং যথাযথ পোশাক যা সালওয়ার কামিজের (বাংলায় যা কাবুলী সেট বলে পরিচিত) সঙ্গে ভালো মানায় আর এ কারণেই আমরা এটি পরে থাকি।”

আরেক শিশু প্রশ্ন করে, কারো হৃদয় অন্য সবকিছুর উপরে আল্লাহ্ তা’লা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভালোবাসা লালন করার জন্য কী কী ব্যবহারিক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“যেভাবে আমি ইতিমধ্যেই বলেছি, যদি তোমরা চাও যে তোমাদের দোয়া কবুল হোক, তোমাদের উচিত হবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর দরূদ প্রেরণ করা। উপরন্তু, আল্লাহ্ তা’লা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভালোবাসা লাভের জন্য তোমার উচিত পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্ তা’লার সকল আদেশ পালন করা।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“পবিত্র কুরআনে অনেক আদেশ-নিষেধ রয়েছে, যার সংখ্যা ৭০০ বা তারও অধিক। যদি তুমি তার সবগুলো মান্য করো, তবে তুমি আল্লাহ্ তা’লার ভালোবাসা অর্জন করবে। এটি হলো একটি বিষয়। অপর অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, তোমাকে অবশ্যই প্রতিদিনের পাঁচ বেলার নামায নিয়মিতভাবে আদায় করতে হবে আর আল্লাহ্ তা’লার প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করতে হবে। আল্লাহ্ তা’লার প্রতি এক গভীর ভালোবাসায় তোমার নামায পরিপূর্ণ হতে হবে। ... সুতরাং, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী নিজের জীবনকে সাজাও। এভাবেই তুমি আল্লাহ্ তা’লা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভালোবাসা লাভ করতে সক্ষম হবে।”

আতফালের একজন হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করে, হুযূর আকদাস তাঁর বিভিন্ন সভা ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে এত প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিতভাবে কেমন করে দিতে পারেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমি তোমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখে থাকি। যখন তোমরা কোন প্রশ্ন করো, তখন এর উত্তর কী হওয়া উচিত তা আমার মনে উদয় হয়। উপরন্তু, যদি তুমি নিয়মিত পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করো, তবে এমন বেশ কিছু বিষয় থাকে যেগুলো পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হওয়ার কারণে সাথে সাথে মনে পড়ে। অথবা যদি তুমি হাদীস পড়ো, তাহলে কখনো কখনো ওই নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে একটি হাদীস তোমার মনে পড়বে, আর কখনোবা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লেখনীর মাঝে প্রশ্নোত্তর সভায় উত্থাপিত প্রশ্নটির বিষয়ে ব্যাখ্যা থেকে থাকবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"কখনো কখনো যদি আমার মনে হয় যে আমার পক্ষে পরিপূর্ণ এবং যথাযথভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেয়া সম্ভব নয়, তখন আমি বিষয়টি সম্পর্কে আরও জানার চেষ্টা করি। আমি এতেও লজ্জিত বোধ করি না যদি কোন ছোট্ট শিশুও কোন প্রশ্ন করে থাকে, আর আমি এর পূর্ণাঙ্গ উত্তর দিতে অপারগ হই। তখন আমি বাড়ি ফিরে গিয়ে এ সংক্রান্ত বইপত্র পড়ে উত্তর অনুসন্ধান করি এবং সম্ভব হলে সঠিক উত্তর ডাকযোগে প্রশ্নকারীকে অবহিত করি।"

জান্নাত কোথায় - একজন এমন প্রশ্ন করলে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) উত্তরে বলেন:

"পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, ইহকালে এক জান্নাত রয়েছে এবং পরকালেও। জান্নাত কী? যখন তুমি ভালো কাজ করো এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করো, তখন আল্লাহ্ তা'লা এর যথাযথ প্রতিদান তোমাকে দান করেন, আর এভাবে যখন তুমি কোন সৎকর্ম করো, তা তোমার জন্য এক জান্নাত হয়ে যায় ..."

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপী জান্নাত বিস্তৃত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন যে, "যদি সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপী জান্নাত বিস্তৃত হয়ে থাকে, তবে জাহান্নাম কোথায়?" মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উত্তর দেন, যেভাবে দিন ও রাত হয়েছে, সেভাবেই জান্নাত ও জাহান্নামও রয়েছে।"

এক বালক হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করে, একজন ভালো ওয়াকফে নও হওয়ার জন্য তার কী করা উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"তোমার পাঁচ বেলার নামায আদায় করা উচিত, পবিত্র কুরআন প্রতিদিন তেলাওয়াত করা উচিত আর সাধ্যানুসারে অনুধাবন ও মুখস্থ করার চেষ্টা করা উচিত। সৎকর্ম করা উচিত। নিজ ভাই-বোন এবং সহপাঠী ও স্কুলের বন্ধুদের সাথে ভদ্র ও নম্র ব্যবহার করা উচিত।"

আতফালের এক সদস্য হুযূর আকদাসকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের একটি ঘটনা, যখন তিনি তায়েফ নামের একটি শহরে ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে ছিলেন, সে সম্পর্কে প্রশ্ন করে। শহরের প্রধানগণ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে এবং নিষ্ঠুরভাবে তাঁর ওপর প্রস্তরাঘাত করে। যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একটি বাগানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, এক ফিরিশতা উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করেন, তিনি এ শহর ধ্বংস করে দিবেন কিনা, কেননা এর জনগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিদারুণ নির্যাতন করেছে।

ছেলেটি হুযূর আকদাসের কাছে জানতে চায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কেন তায়েফের জনগণকে ধ্বংস করে দিতে ফিরিশতাকে নিষেধ করেছিলেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) উত্তরে বলেন:

"এটা ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রহমত। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে মহানবী (সা.)-কে সমগ্র মানবজাতির জন্য রহমত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ওই সমস্ত লোকেরা, যারা ইসলামের বিরোধী, তারা বলে যে, ইসলাম এক নিষ্ঠুর ধর্ম; কিন্তু, এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, যারা তাঁর সাথে নির্মম আচরণ করে ক্ষতবিক্ষত করেছে, এমনকি তাদের ওপরও তিনি প্রতিশোধ নিতে প্রয়াসী হন নি। এটি প্রমাণ করে তাঁর রহমত কত বিস্তৃত ছিল এবং তিনি কত দয়ালু ছিলেন।"

ঘটনাটির আরেকটি দিক তুলে ধরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"উপরন্তু, মহানবী (সা.) ফিরিশতাদেরকে বলেছিলেন, 'তোমরা অপেক্ষা করো, এরা যদি আমাকে গ্রহণ নাও করে, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম আমাকে গ্রহণ করবে।' আর এটি ছিল একটি ভবিষ্যৎবাণী এবং এটি সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। মক্কা বিজয়ের পর, এ লোকগুলো ইসলাম গ্রহণ করে। এখন তুমি দেখবে যে, এ সকল লোকের বংশধরগণ মুসলমান। সুতরাং, এটিই ছিল ওই সকল মানুষকে ধ্বংস না করার উদ্দেশ্য।"

সভার সমাপ্তি লগ্নে, হুযূর আকদাস বলেন যে, যারা প্রশ্ন করার সুযোগ পায় নি তারা তাঁকে লিখতে পারে, আর তিনি লিখিতভাবে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিবেন।